Dainik Dinkal

চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

- সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

অদ্য ০৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর দায়রা জজ মোঃ হাসানুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ইব্রাহিম খলিল, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস.এম.আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

কনফারেন্সে পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মোঃ রইস উদ্দিন, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) জিয়াউদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি ডাঃ মোঃ সেলিম উল্লাহ ভুইয়া, বিশেষ পুলিশ সুপার (সিআইডি) ছত্রধর ত্রিপুরা, ট্যুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট আবদুস ছাত্তার, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মোঃ মফিজুল হক ভূইয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, সিনিয়র জেল সুপারের প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম মহানগরের ১৬টি থানার অফিসার ইনচার্জ, প্রবেশন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন সকল মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মেডিকেল সনদ যাতে দ্রুত পাওয়া যায়, সে বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ৬০ কর্ম দিবসের মধ্যেই তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। আলামত জব্দের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে জব্দতালিকা পূরণ করতে হবে। তিনি সমাপনী বক্তব্যে ফৌজদারী কার্যবিধির নতুন সংশোধনী অনুযায়ী আসামী গ্রেফতারের ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব এরেস্ট যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কোন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলে ১২ ঘন্টার মধ্যে তার পরিবার বা তার আত্মীয়-স্বজনকে জানানোর জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

মহানগর দায়রা জজ মোঃ হাসানুল ইসলাম বলেন, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে। গায়েবী মামলা থেকে বাঁচার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদনে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করতে হবে। অর্থঋণ আদালতের টাকা জনগণের টাকা। তাই অর্থঋণ আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কনফারেন্সে আগত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) বলেন, পুলিশ এখন আগের চেয়ে জনবান্ধব। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সঠিকভাবে দায়িত্বপালনের চেষ্টা করছে, যা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের দেখানোর ক্ষেত্রে এখন থেকে আর কোন খামখেয়ালী করা যাবে না।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি বলেন, ওসিসি একটি স্বতন্ত্র প্রজেক্ট। তার কার্যক্রমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এজন্য বেশ কিছু মামলায় ডিএনএ রিপোর্ট প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে।

অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত: ব্লাস্ট বনাম রাষ্ট্র মামলার বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এই সংশোধনীর ফলে ওয়ারেন্ট ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তাকে অবশ্যই গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক বলেন, গ্রেফতার দেখানোর আবেদনের ক্ষেত্রে এখন থেকে আইনজীবীদেরকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে। আসামী গ্রেফতার দেখানোর আবেদনে অবশ্যই পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে।

https://nagorikdarpan.com/news/3785?fbclid=IwY2xjawMmjgJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFnOFczN3dBN1lYYTNqampnAR7V6mE6N0NCjPbM_ohH67z-zle4Zh9tS5KFrSH52yLoemnM6NM6xkcZ_1JexA_aem_-_lqSPCfpWsJiCUK-3SZ4A

দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক
শুক্রবার | ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬৬তম বর্ষ ১ সংখ্যা | ২১ ভাদ্র ১৪৩২ সাল | ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি | ১২ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে উপস্থিত অতিথি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে মহানগর দায়রা জজ

অর্থঋণ আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করতে হবে

আজাদী প্রতিবেদন

গায়েবী মামলা থেকে বাঁচার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করতে হবে। অর্থঋণ আদালতের টাকা জনগণের টাকা। তাই অর্থঋণ আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করতে হবে। গতকাল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অনুষ্ঠিত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ মো. হাসানুল ইসলাম প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে বলেও বক্তব্যে উল্লেখ করেন তিনি। কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) কাজী মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, মেডিকেল সনদ যাতে দ্রুত পাওয়া যায়, সে বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ৬০ কর্ম দিবসের মধ্যেই তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। আলামত জব্দের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে জব্দ তালিকা পূরণ করতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির নতুন সংশোধনী অনুযায়ী আসামি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব এরেস্ট যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। কোনো অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তার পরিবার বা তার আত্মীয়-স্বজনকে জানাতে হবে। তিনি বিচারাধীন সকল মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া। আরো উপস্থিত ছিলেন সিএমপি কমিশনারের প্রতিনিধি উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মো. রইস উদ্দিন, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) জিয়াউদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি ডা. মো. সেলিম উল্লাহ ভুইয়া, বিশেষ পুলিশ সুপার (সিআইডি) ছত্রধর ত্রিপুরা, ট্যুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আবদুস ছাত্তার, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূইয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, সিনিয়র জেল সুপারের প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম মহানগরের ১৬টি থানার অফিসার ইনচার্জ, প্রবেশন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজন।

বক্তব্যে উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) জিয়াউদ্দিন বলেন, পুলিশ এখন আগের চেয়ে জনবান্ধব। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সঠিকভাবে দায়িত্বপালনের চেষ্টা করছে, যা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখানোর ক্ষেত্রে এখন থেকে আর কোনো খামখেয়ালী করা যাবে না। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি বলেন, ওসিসি একটি স্বতন্ত্র প্রজেক্ট। তার কার্যক্রমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এজন্য বেশ কিছু মামলায় ডিএনএ রিপোর্ট প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে।

অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত ব্লাস্ট বনাম রাষ্ট্র মামলার বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এই সংশোধনীর ফলে ওয়ারেন্ট ব্যতীত কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে তাকে অবশ্যই গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক বলেন, গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনের ক্ষেত্রে এখন থেকে আইনজীবীদেরকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে। আসামি গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনে অবশ্যই পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

চট্টগ্রামে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৪ এএম | আপডেট: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৪ এএম

চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ মো. হাসানুল ইসলাম। এ সময় অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস এম. আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া উপস্থিত ছিলেন।

কনফারেন্সে পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মো. রইস উদ্দিন, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) জিয়াউদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি ডা. মো. সেলিম উল্লাহ ভূঁইয়া, সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার ছত্রধর ত্রিপুরা, ট্যুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুস ছাত্তার, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূঁইয়া, বিভিন্ন পর্যায়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, সিনিয়র জেল সুপারের প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম মহানগরের ১৬ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), প্রবেশন কর্মকর্তা ও অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, মেডিক্যাল সনদ দ্রুত প্রদানের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা, ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন, আলামত জব্দে যথাযথ তালিকা পূরণ এবং আসামি গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ‘মেমোরেন্ডাম অব অ্যারেস্ট’ সঠিকভাবে পূরণ করার নির্দেশ দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহানগর দায়রা জজ মো. হাসানুল ইসলাম বলেন, মানুষের শেষ আশ্রয় বিচার বিভাগে জনগণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সব বিভাগকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

গায়েবী মামলা এড়াতে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ এবং অর্থঋণ আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুত তামিলের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) জিয়াউদ্দিন বলেন, পুলিশ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জনবান্ধব। গ্রেপ্তার দেখানোর ক্ষেত্রে আর কোনো খামখেয়ালি করা যাবে না। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রতিনিধি জানান, ওসিসি একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর নিয়ন্ত্রণে নেই। এ কারণে ডিএনএ রিপোর্ট পেতে কিছু ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়। অতিরিক্ত সিএমএম সরকার হাসান শাহরিয়ার বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা সংশোধনী আসলে ‘ব্লাস্ট বনাম রাষ্ট্র’ মামলার বিধান বাস্তবায়ন করেছে। এখন ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করলে কারণ জানাতেই হবে।

চট্টগ্রাম শুক্রবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ । । ৪০তম বর্ষ ১৮৮তম সংখ্যা । । ২১ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ । । ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি । । Friday 5 September 2025 । । ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দায়িত্ব পালন করতে হবে

মহানগর দায়রা জজ মো. হাসানুল ইসলাম বলেন, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে। গতকাল ৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটসি কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহ-রিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস.এম.আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া। কনফারেন্সে পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি উপ-পুলিশ কমিশ-নার (ক্রাইম) মো. রইস উদ্দিন, উপ-পুলিশ কমিশ-নার (প্রসিকিউশন) জিয়াউদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি ডা.

● ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৭ম ক.

চট্টগ্রাম শুক্রবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ । । ৪০তম বর্ষ ১৮৮তম সংখ্যা । । ২১ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ । । ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি । । Friday 5 September 2025 । । ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ব্যক্তি স্বার্থের

● ৮ম পৃষ্ঠার পর

মো. সেলিম উল্লাহ ভুইয়া, বিশেষ পুলিশ সুপার (সিআইডি) ছত্রধর ত্রিপুরা, ট্যুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট আবদুস ছাত্তার, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূইয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, সিনিয়র জেল সুপারের প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম মহানগরের ১৬টি থানার অফিসার ইনচার্জ, প্রবেশন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সের শুরুতে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচ-ারাধীন সকল মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মেডিকেল সনদ যাতে দ্রুত পাওয়া যায়, সে বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ৬০ কর্ম দিবসের মধ্যেই তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কোন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলে ১২ ঘন্টার মধ্যে তার পরিবার বা তার আত্মীয়-স্বজনকে জানানোর জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। মহানগর দায়রা জজ হাসানুল ইসলাম আরও বলেন, গায়েবি মামলা থেকে বাঁচার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করতে হবে। অর্থঋণ আদালতের টাকা জনগণের টাকা। তাই অর্থঋণ আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন।-বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক কর্ণফুলী

শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সব বিভাগকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দায়িত্ব পালন করতে হবে

-মহানগর দায়রা জজ

কাউকে গ্রেফতারের আগে অবশ্যই কারণ জানাতে হবে -সিএমএম

পুলিশ এখন আগের চেয়ে জনবান্ধব -পুলিশ

ওসিসি স্বতন্ত্র প্রজেক্ট, এতে চমেকের নিয়ন্ত্রণ নেই -চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটসী কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর দায়রা জজ মোঃ হাসানুল ইসলাম। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস.এম.আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া। কনফারেন্সে পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি উপ-

৭ম পৃঃ ক- ৪

সব বিভাগকে ব্যক্তি

উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মোঃ রইস উদ্দিন, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) জিয়াউদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি ডাঃ মোঃ সেলিম উল্লাহ ভূইয়া, বিশেষ পুলিশ সুপার (সিআইডি) ছত্রধর ত্রিপুরা, ট্যুরিস্ট পুলিশের বিশেষ পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট আবদুস ছাত্তার, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূইয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, সিনিয়র জেল সুপারের প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম মহানগরের ১৬টি থানার অফিসার ইনচার্জ, প্রবেশন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন সকল মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, মেডিকেল সনদ যাতে দ্রুত পাওয়া যায়, সে বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ৬০ কর্ম দিবসের মধ্যেই তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। আলামত জব্দের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে জব্দতালিকা পূরণ করতে হবে। তিনি সমাপনী বক্তব্যে ফৌজদারী কার্যবিধির নতুন সংশোধনী অনুযায়ী আসামী গ্রেফতারের ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব এরেস্ট যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কোন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলে ১২ ঘন্টার মধ্যে তার পরিবার বা তার আত্মীয়-স্বজনকে জানানোর জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। মহানগর দায়রা জজ মো. হাসানুল ইসলাম বলেন, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে। গায়েবী মামলা থেকে বাঁচার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদনে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করতে হবে। অর্থঋণ আদালতের টাকা জনগণের টাকা। তাই অর্থঋণ আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কনফারেন্সে আগত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) বলেন, পুলিশ এখন আগের চেয়ে জনবান্ধব। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সঠিকভাবে দায়িত্বপালনের চেষ্টা করছে, যা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের দেখানোর ক্ষেত্রে এখন থেকে আর কোন খামখেয়ালী করা যাবে না। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি বলেন, ওসিসি একটি স্বতন্ত্র প্রজেক্ট। তার কার্যক্রমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এজন্য বেশ কিছু মামলায় ডিএনএ রিপোর্ট প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত: রাস্ট বনাম রাষ্ট্র মামলার বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এই সংশোধনীর ফলে ওয়ারেন্ট ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তাকে অবশ্যই গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক বলেন, গ্রেফতার দেখানোর আবেদনের ক্ষেত্রে এখন থেকে আইনজীবীদেরকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে। আসামী গ্রেফতার দেখানোর আবেদনে অবশ্যই পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে।